ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে ডক্টরেট (Ph.D) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের **সারাংশ**

সুমিত কান্তি ঘোষ

পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0101417

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২৯/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক: ড. উৎসা রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভারতীয় বা আরও বিশেষভাবে বাংলা দেশের পোশাকি অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হয় শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধটি। প্রথমেই আসি শরীরের কথায়। সামাজিক শরীর পারিবারিক, সামাজিক, লৈঙ্গিক, এবং আরও বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্রীয় নানান বিধাণ বয়ে চলে। নানান ভৌগোলিক পরিসরে, নানান ভাষা, ধর্ম, পারিবারিক বোধ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহে জন্ম নেওয়া মানুষ উত্তরাধিকারজাত সংস্কৃতিকে বহন করে। পরে কালের নিয়মে পরিণত হতে হতে শিশুর শরীর যতই সামাজিকতার নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে, ততই অর্জিত শিক্ষা ও কালীন স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সেই উত্তরাধিকারজাত সংস্কৃতিতে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রকট হয় তার চাল-চলনের মাধ্যমে। সেদিক থেকে ব্যক্তির সামাজিক শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, তার সামাজিক অস্তিত্বকেই নানা ভাবে তুলে ধরে। খৎনা করা থেকে নাক-কান ছিদ্র করা বা শরীরের নানা অঙ্গে উল্কি আঁকা থেকে চুল দাড়ির নানান ধরণ সবেতেই ব্যক্তির সামাজিক, লৈঙ্গিক, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য জানান দেওয়ার তাগিদ কাজ করতে থাকে। আর ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বর্ণীয়, রুচিজ অবস্থানকে জানান দেওয়ায় সবচাইতে যে ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল পোশাক। Roach-Higgins & Eicher-এর মতে পোশাক হল "an assemblage of modifications of the body and/or supplements to the body" অর্থাৎ পোশাক হল শরীরের সংশোধনীর সমাবেশ এবং/ অথবা শরীরের সম্পূরক। এই সংশোধন ও সম্পূরণের তাগিদ অবশ্যই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। তাই জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের শরীর সামাজিকতার নানামুখীন ভাষ্য তৈরির একটি ক্ষেত্র। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে কোনো ভূখণ্ডের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিকে নিয়ে কাঠামোবদ্ধ, সেখানে সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শরীর যে ক্ষমতানুগত্যকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হবে – তাই স্বাভাবিক। আর এই আনুগত্যপ্রিয়তা ও অনুগামিতার মনস্তত্ব মানুষের নিত্যকার পোশাকি অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে। Brian J. McVeigh-এর মতে, এই মনস্তত্ব সহজাত নয়। কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে জন্ম নেওয়া শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাথে এই মনস্তত্বের বিকাশ হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে স্থান-কাল-পাত্রের কার্য-কারণাধীন পরিসরে জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে পোশাকি বিকাশ ঘটতে থাকে তা তার সামাজিক অর্জন।

সামাজিক পরিসরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় দেহের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরণের প্রক্রিয়ায়, সমাজ হল বর্দিউ-বর্ণীত সেই ক্ষেত্র, যার সংস্পর্শে এসে জৈব দেহ কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আচার-বিচার, প্রথা-কৃষ্টি-ভাষায় বিজারিত হয়। আবার কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উদ্‌ভুত নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও সেই ভূখণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচলনকে প্রভাবিত করতে থাকে;

এবং নতুন সামাজিক আচার-বিচারের অনুশীলনকে ত্বরান্বিত করে নতুন অভ্যাসের প্রতিষ্ঠান বা 'habitus'-এর বিকাশ ঘটায়।

আমাদের আলোচ্য সন্দর্ভে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাড়িত নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ফল। যে ক্ষেত্রের উদ্ভব নতুন শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচারকে ত্বরান্বিত করে এবং তারই ফলে নতুন দেহ-রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। যে দেহ-রাজনীতি মধ্যযুগীয় দেহ-রাজনীতি থেকে ভিন্ন। যার মূল কারণ হল পাশ্চাত্য বাজার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশেলে যুক্তি-বুদ্ধি-রুচির নতুন ঢেউ। সেই যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি প্রভাবিত শ্রেণি পরিচিতিও বর্ণ ও ধর্ম বিভাজিত বাংলা দেশে আরেকটি স্বতন্ত্র বিভাজন হিসেবে প্রকট হয়। আর সেই বিভাজনের দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে উঠে আসে পোশাক। নতুন পোশাকি শিষ্টাচার। সুতরাং এই সন্দর্ভের মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল, বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের শ্রেণি পরিসরের সংগঠনে পোশাকি রুচিকে কিভাবে সামাজিক পুঁজি, লিঙ্গ, ক্ষমতা ও জাতিত্বের সূচক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়? এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি বিষয়ে কেন সন্দর্ভটি সীমাবদ্ধ থাকছে। তা আগে পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বৃহত্তর অর্থে ঘরের সাথে বাইরের সম্পর্ক রক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পুরুষেরাই পালন করেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদের আদি অভিঘাত এসে পড়েছে পুরুষের উপর। তা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে হোক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হোক বা সামাজিক আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে। তাই পুরুষকে এই আলোচনার কেন্দ্রে বসিয়ে আলোচনাটা জরুরি।

এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় **ঔপনিবেশিক বাংলায় পোশাকি রুচির পরিবর্তন: বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয় ও বিলিতি উদ্যোগের সাপেক্ষে**-এর মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল ভারত তথা বাংলা দেশের প্রাগৌপনিবেশিক বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ব্রিটিশ সময়কালে এসে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সেই পরিবর্তন এদেশীয় বস্ত্র-রুচিকে কিভাবে পালটে দিয়েছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের রুচি-নির্ভর ভিত্তিটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল – তা দেখাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় **শরীর, পোশাক, এবং ক্ষমতা: ঔপনিবেশিক কলিকাতায় বিলিতি পোশাকি রুচি ও রাজনীতি**-এর মূল প্রশ্নটি হল ভারতীয় উপমহাদেশে বিলিতি সাম্রাজ্যবাদের পোশাকি ভিত্তি কিভাবে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিলিতি সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতার দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে পোশাককে কিভাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেই ব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল কিভাবে, যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপের উপর ভিত্তি করে স্বদেশির আগে পর্যন্ত এদেশীয় মধ্যবিত্তীয় পুরুষের শ্রেণি চেতনা বিবর্তিত হবে।

সন্দর্ভটির তৃতীয় অধ্যায় **শরীর, পোশাক, এবং রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষ ও তার সামাজিক পরিসরের পোশাকি নির্মিতি**-এর মূল আলোচ্য প্রশ্নটি হল পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ততার পোশাকি দ্বন্দ্বের জায়গাগুলি কি।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ড্রেস কোডে মুঘলী শৈলীর পোশাক পরার বিধাণ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচি মধ্যবিত্ত পুরুষের দেহকে কিভাবে দ্বন্দ্বের একটা ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে কিভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বীজ উপ্ত হচ্ছিল।

সর্বোপরি নতুন শিক্ষা ও নতুন বাজার পোশাকি লজ্জা ও পোশাকি সম্ভ্রমের বিনির্মাণ ঘটিয়ে কিভাবে মধ্যবিত্ততার পোশাকি পরিসর গড়ে তুলছিল তা আলোচিত হবে চতুর্থ অধ্যায় **শরীর, পোশাক ও লজ্জা: মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের পোশাকি নির্মিতি**-তে। আর এই আলোচনাটি শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক পরিসরেই আটকে থাকবে না, তার পারিবারিক পরিসরও এখানে টেনে আনা হবে। অর্থাৎ পরিবারের মেয়ে-বউদের লেখা-পড়া শেখানো থেকে তাদের "এনলাইটেন্ড" স্বামী বহনের সার্বিক উপযোগী করে তোলার মধ্য দিয়ে যে আসলে মধ্যবিত্ত পুরুষ তার স্বাতন্ত্র্যের অলঙ্করণে নেমেছিল – তাও এই আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসবে।

পঞ্চম অধ্যায় **শরীর, পোশাক ও রাষ্ট্র: পোশাকি স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মাণ**-এর মূল আলোচ্য প্রশ্ন হল স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তীয় পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ কিভাবে বৃহত্তর একটা ক্ষেত্র লাভ করেছিল এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একই সাথে অপরীকরণের শক্তি কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, বা সেই অপরীকরণ রোধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগিদই বা কেমন ছিল।

এ সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন নির্ভর যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে আর্কাইভটি গড়ে উঠেছে সেটি নানামুখীন। অর্থাৎ শরীর ও পোশাকের রাজনৈতিক সম্বন্ধকে বুঝতে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা থেকে আহরিত দলিল-দস্তাবেজ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি অন্যদিকে শরীর ও পোশাকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধকে বুঝতে আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথা থেকে শুরু করে চিঠিপত্র, আলোকচিত্র এবং সমকালীন সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার শরীর ও পোশাকের বাজারি সম্বন্ধকে বোঝানোর জন্য সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এসব বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরিত তথ্যসম্ভার বৃহত্তরভাবে যা তুলে ধরতে চেয়েছে, তা হল বাঙালি মধ্যবিত্ততার পোশাকি স্বরূপ। যে স্বরূপটি আধুনিকতার নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের একটা মনস্তত্ব তৈরি করেছে।